দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 OCT 1995
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

39

বোর্ড অফিসে ভিড় ॥ এইচএসসি'র ফল সম্পর্কে এখনও সন্দেহ কাটেনি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ এইচএসসি'র ফল সম্পর্কে জনমনে এখনও সন্দেহ কাটেনি। বৃহস্পতিবারও ঢাকা বোর্ড অফিসে সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিদিন বোর্ড অফিসে যেসব পরীক্ষার্থী আসছে তাদের প্রায় সবাই এসএসসিতে প্রথম বিভাগ ও স্টার নম্বর প্রাপ্ত। এদিকে টেবুলেশন শীট না আসা পর্যন্ত বোর্ড এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত রয়েছে। কম্পিউটার কেন্দ্রকে দ্রুত টেবুলেশন শীট পাঠাতে বলা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে ৩২ জন এইচএসসিতে ফেল করা ছাত্রছাত্রী জনকণ্ঠ কার্যালয়ে আসে। তাদের সবাই এসএসসিতে প্রথম বিভাগ বা স্টার নম্বর প্রাপ্ত। এরা হচ্ছে ময়মনসিংহ কেবি কলেজের মোস্তাফিজুর রহমান। তেজগাঁও কলেজের শেখ কুদরতে আলম, মিরপুর বাংলা কলেজের মোঃ আলা আমিন, তুলারাম কলেজের সামসুজ্জামান, হোম ইকোনোমিকস কলেজের নিলুফার ইয়াসমিন, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের মোঃ মুক্তার হোসেন, কবি নজরুল কলেজের মোঃ হাসান ইকবাল, আবুজার গিফারী কলেজের ইকবাল কবির, সরকারী বিজ্ঞান কলেজের মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, হোম ইকোনোমিকস কলেজের ফকসানা আহমেদ পিয়া, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের মনিরুল হক, মিরপুর বাংলা কলেজের এনামুল হক প্রমুখ। তাদের সবার বক্তব্য ফেল করার মতো পরীক্ষা আমরা দেইনি।

শিক্ষাবোর্ডের প্রতিবাদ

'উচ্চ মাধ্যমিকে ঢাকা বোর্ডে ১৫ হাজার ফল বিপর্যয়' শিরোনামে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত খবরের আংশিক প্রতিবাদ করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয় খবরটি বস্তুনিষ্ঠ নয়, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তাছাড়া ২৬ দিনে ৭৬ হাজার খাতা দেখলে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে– চেয়ারম্যানের এ উদ্ধৃতি সত্য নয়। প্রতিবাদ লিপিতে আরও বলা হয়, 'এমনও শোনা গেছে ফল প্রকাশের আগে তা ফাঁস হয়েছে' কম্পিউটার পদ্ধতির গোপনীয়তা সম্পর্কে এ মন্তব্য ঠিক নয়।

প্রতিবেদকের বক্তব্য ঃ ফল বিপর্যয়ের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা বোর্ড ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ প্রতিবেদক সরেজমিন পরিদর্শনকালে গত বুধবার সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে দেখেছেন। ২১ আগষ্ট ফল প্রকাশের পর ভুক্তভোগী দশ হাজার পরীক্ষার্থী যোগাযোগ করেছে বলে জানা গেছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুপস্থিতিতে সহকারী একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তখন শতাধিক পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ভিড়ে পরিবেষ্টিত ছিলেন। বাকি যে পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত রয়েছে বলে জানা গেছে, তারাও এক-ধরনের বিপর্যয়ের স্বীকার। তাছাড়া প্রতিবেদক এইচএসসি'র ফল বিপর্যয়ের জন্য কম্পিউটার ব্যবস্থাকে সরাসরি দায়ী করেননি। প্রতিবেদনে এসএসসিতে ভাল ফল করেও এইচএসসিতে ফেল করেছে এমন পরীক্ষার্থীদের বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে তিনবার কম্পিউটারে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। একের পর এক ভুলের নজির জনমনে যে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে তাই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে ২৬ দিনে ৭৬ হাজার খাতা দেখলে ভুল থাকতে পারে– এ অংশের প্রতিবাদ করা হয়েছে। আসলে এ বক্তব্য সাতজন ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থী স্বাক্ষরিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে নেয়া হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি'র এ বক্তব্য যাচাইয়ের জন্য চেয়ারম্যানের বাসায় টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলেও রাত দশটা পর্যন্ত তিনি বাসায় ছিলেন না বলে পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়।